তারিখ ... 13 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...২...

প্রথম আলো

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগ

নতুন সিদ্ধান্তে সংসদে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

পরিচালনা কমিটির ক্ষমতা খর্ব করে কেন্দ্রীয় পরীক্ষার মাধ্যমে মেধাতালিকা করে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সাংসদেরা। গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে পয়েন্ট অব অর্ডারে দাঁড়িয়ে অনির্ধারিত আলোচনায় বেশ কয়েকজন সাংসদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানান।

তবে এ সময় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অধিবেশন কক্ষে ছিলেন না।

স্বতন্ত্র সাংসদ রুস্তম আলী ফরাজী আলোচনার সূত্রপাত করে বলেন, 'জনৈক আমলা এই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আমরা জানি না তিনি কে। মন্ত্রী বলেছেন শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়। তার মানে আমরা দুর্নীতি করি। উনি এভাবে বলতে পারেন না। সব সংসদ সদস্যকে উনি দুর্নীতিবাজ বলতে পারেন না।'

এ সময় অন্য সাংসদেরা টেবিল চাপড়ে তাঁকে সমর্থন জানান।

এখন থেকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা নিয়ে মেধাতালিকা করে দেবে সরকার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এই মেধাক্রম অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। এ জন্য বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা সংশোধন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গত ২২ অক্টোবরের তারিখে সই করা বিধিমালাটি ৪ নভেম্বর মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। আর নতুন পদ্ধতি চালুর জন্য কিছু কাজ করতে গত বুধবার পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শূন্য পদে নিয়োগ বন্ধের নির্দেশ দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নতুন এই পদ্ধতির ফলে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগে প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি একচ্ছত্র ক্ষমতা হারাল। এত দিন বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের অধীনে নিবন্ধন পরীক্ষা হলেও নিয়োগের ক্ষেত্রে পরিচালনা কমিটিই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিত। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি, আর্থিক লেনদেন ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ ছিল।

একই বিষয়ে সাংসদ হাজী মো. সেলিম বলেন, 'সংসদকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখানো হচ্ছে। টিআইবি সংসদকে পুতুল নাচের রঙ্গশালা বলেছেন। আমি স্কুল বানালাম, আমি ওখানে নিয়োগ দিতে পারব না। শুধু আমি কেন, এখানে অনেক এমপি আছেন, যাঁরা স্কুল-কলেজ বানিয়েছেন। আমার সন্তানের ব্যথা আমি ছাড়া অন্য কেউ বুঝবে না।'

ধীরেন্দ্র দেবনাথ শম্ভু বলেন, 'মেধাবীদের শিক্ষক নিয়োগ করার বিষয়ে আমরা কোনো ছাড় দেব না। সরকার বিশাল অন্যায় করেছে। দীর্ঘদিনের প্রচলিত নিয়ম এভাবে বাদ দেওয়া ঠিক না। সংসদ আছে বলে এই বাংলাদেশ আছে।'

জাসদের মইন উদ্দিন খান বাদল বলেন, 'সব সময় এই সংসদকে ধাক্কা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যদি সংসদ সদস্যদের মর্যাদা না দেন, তবে সংসদকে সবকিছুর ভরকেন্দ্র কীভাবে বলবেন?'

অনির্ধারিত এই আলোচনায় আরও বক্তব্য দেন সরকারি দলের সাংসদ নুরুল ইসলাম সুজন ও ওয়ার্কার্স পার্টির ফজলে হোসেন বাদশা।